অহেতুক ভয় পাবেন না। যৌথ পরিবারে বিয়ে মানেই রোমান্টিকতা শেষ তা নয়। আপনি চাইলেই তাকে সবার মাঝে আলাদা করে পেতে পারেন...

যৌথ পরিবারে বিয়ে

নতুন বউয়ের কাছে যৌথ পরিবারের সংজ্ঞাটা মূলত এ রকম- বর, তার মা, বাবা, ভাই, বোন সঙ্গে দু'একজন ষাটোর্ধ্ব মানুষ অর্থাৎ বরের দাদা-দাদী। পশ্চিমা দেশগুলোতে যৌথ পরিবার একেবারে চোখে না পড়লেও এ দেশে গ্রামের পাশাপাশি শহরেও এ ধরনের পরিবার চোখে পড়ে। সময় বদলেছে, মানুষের চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দের ধারায়ও পরিবর্তন এসেছে। একটা সময় ছিল যখন বিয়ের পর স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে এক ছাদের নিচে থাকাটাই প্রচলন ছিল। স্বামী সন্তান নিয়ে ছোট্ট সাজানো ফ্ল্যাটে নিজের মতো করে থাকাটা তখন কালেভদ্রে দেখা যেত। তবে এখন এটাই অনেকটা স্বাভাবিক। যৌথ পরিবারে বিয়ে মানেই একটা অন্যরকম ভীতি। বেশিরভাগ মেয়েরই এখন এ ধারণা। এটা ঠিক সবার সঙ্গে মানিয়ে চলাটা একটু কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। একটু আধটু ছাড় দিতে পারলে মানানোটা বেশ সহজ হয়ে যায়। তবে একেবারে ভিন্ন পরিবার, ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা নতুন মেয়েটিকে পরিবারের একজন হয়ে উঠতে স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ির সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য করাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আর আপনি যদি পরিবারের নতুন বউ হয়ে থাকেন, ছোটখাটো সমস্যাগুলোকে পাত্তা না দিয়ে খুব সহজে সমাধান করে ফেলুন। সেই সঙ্গে সবাইকে খুশিও রাখুন এভাবে-

■ সারাদিন বাইরে কাজ করে বাড়ি ফিরলেন। ইচ্ছে ছিল কাপড় ছেড়ে, ফ্রেশ হয়ে হাতে রিমোট নিয়ে বসবেন। জি-টিভির সিরিয়ালের আজকের এপিসোড বা স্বদেশীয় চ্যানেলের সান্ধ্যকালীন খবরে আলসেমি ঝাড়বেন। সময় হলে প্রিয় শাশুড়ি মা টেবিলে খাবার সাজিয়ে বেডরুমের কড়া নাড়বেন। কিন্তু কই, ভাবনার সঙ্গে বাস্তবতার যে কোনো মিলই নেই।

– সবকিছুই বদলায়। আপনার দায়িত্ব তো কেবল অফিসে বা ঘরের বাইরে সীমাবদ্ধ নয়, প্রিয় সংসারটার প্রতি যে কর্তব্যগুলো তা কিভাবে এড়িয়ে যাবেন? বাইরে কিংবা অফিস থেকে ফিরে পনেরো মিনিটের মাঝে ফ্রেশ হয়ে উঁকি দিন শাশুড়ি মা'র রুমে। তার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটান। টুকটাক রসালো গল্প করুন যেটা তাকে প্রভাবিত করতে আপনাকে সাহায্য করবে। শাশুড়ি মা আর আপনি দু'জনে আলাদা সময়ের প্রতিনিধি। তাই সময়ের সঙ্গে যে মানসিকতা বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার বহিঃপ্রকাশের ধারাটাও বদলেছে, সেটা তাকে বুঝিয়ে বলুন, তবে ধীরে ধীরে। সবকিছুতে এ রকম ফর্মুলা তৈরি করে নিন দেখবেন শাশুড়ির জন্য আপনার সিরিয়াল দেখায় কোনো বিঘ্ন ঘটবে না।

■ সারাদিনে খুব কম সময়ের জন্য আপনি আপনার স্বামীকে পান। বাইরের কাজ, ঘরদোরের তদারকি, শ্বশুর-শাশুড়ির দেখাশুনা, রান্নাঘর সামলানো আর বাচ্চার লেখাপড়া তো আছেই। এতো কিছুর ফাঁকে গৃহকর্তার জন্য সময় বের করতে পারেন না। মাঝে মাঝেই ভাবেন- 'ইস! বিয়ের আগেই তো ভালো ছিল। দিনে ২-৪ ঘণ্টা তো ডেটিং হতো।'

– এটা হতেই পারে। তাই কৌশলে দুজন দুজনার জন্য সময় বের করে নিন। যেহেতু যৌথ পরিবার, বাড়িতে তো শুধু আপনারাই নন। দুজন দুজনকে কতোটুকু সময় দিবেন- প্রয়োজন আলোচনা করে এটা ঠিক করে নিন। কাজ থেকে ফিরেই দুজনে কিছুটা সময় একত্রে কাটান। সপ্তাহে অন্তত একটা দিন রাতের খাবারের পার্টটা সামর্থানুযায়ী বাইরে সেরে আসুন কিংবা প্রতি মাসে কমপক্ষে দুটি দিন কোথাও একটু বেড়িয়ে আসুন। যখনই একটু সময় পান আলোচনা কিংবা গল্প করুন। কি হয়নি বা কি হবে সেটা নিয়ে না ভেবে যে সময়টুকু পাওয়া যায় একটু খোশ মেজাজে কাটানোর চেষ্টা করুন।

■ খুব কমই বাবার বাড়িতে যেতে পারেন। শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর ননদ আর নিজের ঘরের দেখভাল করতে করতে, মেয়ে হিসেবে মা-বাবার প্রতি কর্তব্যের ষোলকলা পূর্ণ করতে খুব বেগ পেতে হয় আপনাকে। কিন্তু আপনার বরের ক্ষেত্রে তো উল্টো হয়।

সে তো রোজই তার মা-বাবার সান্নিধ্য পায়। এটাই এখন আপনার হতাশার কারণ।

— এমনটা ভাবার কিছুই নেই। আপনার শ্বশুর-শাশুড়ি তাদের ছেলের সঙ্গে থাকে বলেই তো সে রোজ তার বাবা-মাকে কাছে পায়। আপনার মা-বাবা কি রাজি হবেন আপনার বাড়িতে থাকতে? যদি হয় তো আপনি সর্বোচ্চ ভাগ্যবতী। তবে বেশির ভাগ রক্ষণশীল বাঙালি মা-বাবাই তার বিবাহিত মেয়ের বাড়িতে থাকতে চান না। তাই সমাধানটা আপনার কাছে। প্রত্যেক সপ্তাহে আপনি সুযোগ বুঝে দুটো দিন ফিক্সড করুন শুধু মা-বাবার জন্য। দূরত্ব বেশি হলে সপ্তাহান্তে বা মাসের শেষে একবার তাদের দেখে আসুন। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে তাদের না হয় নিজের কাছেই রাখুন। ব্যস, হয়ে গেল সমাধান।

■ নিজের নয়, বরের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়, ভাইবোনেরা বাড়িতে এলো। তাদের আবদার আপনি তাদের পুরো শহর ঘুরিয়ে দেখান, ফ্যান্টাসি কিংডম বা নন্দন পার্কে তাদের নিয়ে মজা করুন। কিন্তু ইচ্ছে আর খানিক ধৈর্যের অভাবে, আবদারটা কেমন অমানবিক লাগছে আপনার কাছে।

— ভেবে দেখুন নিজের গ্রামের বা দূরের কোনো ভাই-বোন এলে কি করতেন। নিশ্চয়ই তাদের আবদার রক্ষার্থে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন। ঠিক সে রকম নিজের বলেই ভাবুন। কারণ যে যৌথ পরিবারের বউ হয়ে এসেছিলেন এখন সে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আপনি। পরিবারের সুখ সমৃদ্ধির অনেকাংশের চাবিকাঠী আপনার হাতে, তাই না? তাই সবাই যাতে ভালো থাকে সেটা তো আপনাকেই দেখতে হবে। না হয় দিলেন তাদের একটু সময় যাতে 'লক্ষ্মী বউ' বিশেষণটা আরেকটু পোক্ত হয় আপনার।

■ যৌথ পরিবারে বিয়ে হয়ে আপনার 'নিজের সময়' কথাটা মুছেই গেছে। সারাদিন সবার আর সংসারের ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করে নিজের জন্য ছিটেফোঁটা সময়ও আর থাকে না। মাঝে মাঝে তাই নিজের কথা ভেবে খুব কষ্ট হয়। 'ইস! কত্তদিন পার্লারে যাই না'।

— প্রথমত নিজেকে সময় দিতে হলে কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে 'না' বলতে শিখতে হবে। কেউ শতকরা একশ' ভাগ যোগ্য নয়, আপনারও নিজেকে অতোটা সুযোগ্য প্রমাণ করার দরকার নেই। দু'এক ক্ষেত্রের অযোগ্যতা, আপনার বাকি অংশগুলোর যোগ্যতাকে আরো ধারালো করবে। বাড়ির প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকের সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব তো শুধু আপনার নয়, সবাইকে এটা বুঝিয়ে বলুন। যখন লোন্‌লি ফিল করবেন পুরনো দু'একজন বন্ধু বা পরিবারের কেউ কিংবা একা কোথাও বেরিয়ে পড়ুন, নিউ মার্কেট বা অন্য কোনো শপিং সেন্টারে, কিছুক্ষণ 'উইন্ডো শপিং' করুন বা পার্লারে একটু ঢুঁ মারুন। দেখবেন কেমন 'রিচার্জ' হয়ে বাড়ির কাজে মন বসাতে পারছেন।

সমস্যার যেমন শেষ নেই তেমনি তার সমাধানও অফুরন্ত। বিয়ের আগে আর পরের পরিবর্তনটা বুঝতে চেষ্টা করুন। হোক না যৌথ পরিবার, চাবিকাঠি তো আপনার হাতে। অন্যদের ব্যাপারে সচেতন থাকুন, তাদেরকেও নিজের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে বলুন। দেখবেন জীবনটা সেই রূপকথার গল্পের মতো.... 'এবার তারা সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিল'।

তনিমা আরেফীন

জীবনযাপন

ভূতের সঙ্গে খানাপিনা

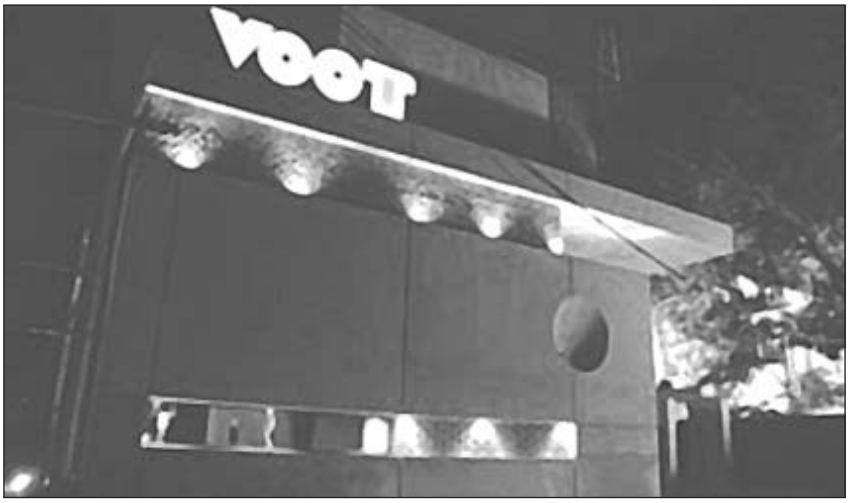

f‡Zi evwo‡Z AvwZw_ n‡Z cv‡ib Avcwb

f ত রেস্টুরেন্টটির নাম যেমন অদ্ভুত, তাদের আয়োজনগুলোও তেমন একটু অদ্ভুতুড়ে। রূপকথার রাজ্যের সঙ্গে মিল রেখেই ডেকোরেশন করা হয়েছে। বাবা-মা বাচ্চাদের নিয়ে আসে এখানে ভূতের ভয় দেখানোর জন্য নয়, বরং ভূতের ভয় ভাঙানোর জন্য। সবাই টেবিলের আশপাশে হাঁটছে হাসছে' ভেঙচি কাটছে। তবে এরা আসল ভূত নয়, এক দল বেয়ারা। ভূতের মুখোশ পরে বাচ্চাদের আনন্দ দিয়ে থাকে। বাচ্চাদের কেউ কেউ ভূতের মুখোশ পরা মানুষদের দেখে ভয় পেয়ে দৌড়াদৌড়ি করে। আবার অনেক বাচ্চা টেবিলের নিচে গিয়ে লুকায়। অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চারা ও বড়রা নয় ভূতরূপীদের দেখে ভয় পায়। আবার কেউ কেউ চিৎকার দিয়েও ওঠে। যারা বেশি ভয় পায় তাদের ভয় ভাঙানোর জন্য তাদের কাছে বেশি করে আসে ভূতগুলো। ভূতের মুখোশ পরা মানুষগুলোর উদ্দেশ্য ভয় দেখানো নয়, আনন্দ আর বিনোদন দেয়া।

'ভূত' নামের রেস্টুরেন্টটিতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠতে পারেন আপনিও। এর মূল পরিকল্পনাটা হলো মজা করা। পরিবারের সঙ্গে একটা আনন্দময় সময় কাটানো। ভূত রেস্টুরেন্টটির দ্বিতীয় তলায় এক পাশে দম পুরু ও আরেক পাশে Brith Day Hall. দম পুরুতে শুধু কাপলরা যেতে পারবে। এখানকার পরিবেশ খুবই রোমান্টিক। কোনো কাপলের মধ্যে যদি ঝগড়া হয় তাহলে মিটমাট করার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর মজার মজার আইটেম রয়েছে। ভবিষ্যতে এখানে কাপলদের জন্য Disco -এর ব্যবস্থা করা হবে। এখানে টিভি ও DVD-এর ব্যবস্থা আছে।

রেস্টুরেন্টটি ধানমন্ডি রাইফেল্‌স স্কয়ারের পাশে। এই রেস্টুরেন্টটির ইনটেরিয়ার ডিজাইন করেছেন স্থপতি এনামুল করিম নির্ঝর। ভূত রেস্টুরেন্টটির নিচ তলায় থাই, চাইনিজ এবং ইন্ডিয়ান খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। আর দ্বিতীয় তলায় দম পুরুতে শুধু স্ন্যাক্স, জুস খাবার ব্যবস্থা রয়েছে।

অনামিকা